যুগান্তর

তারিখ 17 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৫

কুমিল্লায় শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ

তাবারক উল্লাহ কায়েস/ময়নাল হোসেন, *কুমিল্লা থেকে*

খোলা আকাশের নিচে চলছে পাঠদান

কুমিল্লার ১৬ উপজেলার শতাধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এসব বিদ্যালয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থী চরম আতঙ্কের মধ্যে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক বিদ্যালয় ভবনে প্লাস্টার ও দেয়ালে ফাটল দেখা দেয়ায় সেগুলো পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। কিন্তু নতুন ভবন নির্মাণ না করায় অধিকাংশ স্কুলের পরিত্যক্ত ভবনেই ঝুঁকি নিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলছে। কোথাও কোথাও বাধ্য হয়ে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা। এসব বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ করে ছুটি দিয়ে দিতে হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, জেলার শতাধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন সংস্কার, পুনর্নির্মাণ বা নতুন ভবন তৈরি না হওয়ায় এসব স্কুল ভবন এখন ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, কুমিল্লার ১৬ উপজেলার অধিকাংশ স্কুল ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ২০১২ সালের জুন মাসে এসব স্কুল ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এমন অবস্থা কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার মনোহরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটির। এ বিষয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও সাবেক আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আবদুল মতিন খসরু এমপি ২ বছর আগে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ডিও লেটার প্রদান করা হলেও এ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয় ভবনটি পুনঃনির্মাণের তেমন কোনো কার্যকর প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছেন। এ ছাড়া বিদ্যালয় ভবনটি ২০১২ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা কর্তৃক পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। ওই স্কুল ভবনটির প্লাস্টার খসে পড়ে রড বেরিয়ে পড়েছে। বর্তমানে এ বিদ্যালয়ের ওই ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের সামনেই খোলা আকাশের নিচে গাদুরে বসে পড়াশুনা করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এ ছাড়া একই উপজেলার বড় ধুশিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি ১৯৬৫ সালে নির্মিত হয়। এ ভবনটিও ২০১৩ সালের মার্চ মাসে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। নব্বইয়ের দশকে নির্মিত মকিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন, চান্দলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন, নাল্লা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন, পূর্বচণ্ডিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন, মহালক্ষ্মীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন, যথাযথভাবে নির্মিত না হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে মাত্র ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে গেছে এ বিদ্যালয়গুলোর ভবন। এমন অনেক বিদ্যালয় ভবন সংস্কার না করায় বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। বড় ধুশিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেলিম যুগান্তরকে জানান, ভবন না থাকায় শিক্ষার্থীদের ঠিকমতো পাঠদান করা যাচ্ছে না। আকাশে সামান্য মেঘ দেখলেই বিদ্যালয় ছুটি দিতে হয়। এ ছাড়া স্কুল ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ থাকায় অধিকাংশ সময়ই গাছতলায় পাঠদান চলে। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম ভূঁইয়া যুগান্তরকে জানান, জরাজীর্ণ এ স্কুল ভবনটি দুই বছর আগেই এলজিইডি থেকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলেও ভবন না থাকায় সেখানেই ক্লাস নেয়া হয়। বিদ্যালয়ের এ ভবনটি সংস্কার করা ছাড়াও নতুন একটি ভবন নির্মাণের জন্য বিভিন্ন দফতরে লিখিত আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাহতাবুদ্দিন যুগান্তরকে জানান, ওই বিদ্যালয়ের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, কুমিল্লার আদর্শ সদর উপজেলায় ১৪টি স্কুল ভবন, তিতাস উপজেলায় ৩০টি স্কুল ভবন, মেঘনা উপজেলায় ১৪টি স্কুল ভবন, কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলায় ২০টি স্কুল ভবন অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া মেঘনার ১৪টি স্কুল ভবন, চান্দিনা ১৭টি স্কুল ভবন, লাকসাম উপজেলার ২০টি স্কুল ভবন, বরুড়ার ১০টি স্কুল ভবন জরাজীর্ণ, নাঙ্গলকোট উপজেলায় ২১টি স্কুল ভবন, দাউদকান্দি উপজেলায় ২৮টি বিদ্যালয় ভবন, বুড়িচং উপজেলায়, ১৬টি স্কুল ভবন, দেবিদ্বার উপজেলায় ২টি, মুরাদনগর উপজেলায় ৩টি, মনোহরগঞ্জ উপজেলায় ২০টি স্কুল ভবন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বর্তমানে এগুলোর অধিকাশ ভবনের ভিম, ছাদসহ বিভিন্ন স্থানে ফাটল ধরেছে। ২০১২ সালে জেলার শতাধিক বিদ্যালয়ের ভবন কর্তৃপক্ষ পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, নব্বইয়ের দশকে নির্মিত শতাধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৯৮টি বিদ্যালয় ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বিলকিছ আরা বেগম যুগান্তরকে জানান, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র দ্বারা ঝুঁকিপূর্ণ শতাধিক ভবনের বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুমিল্লা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ডিপিও) হোসনে আরা বেগম যুগান্তরকে জানান, এ বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র দ্বারা অবহিত করা হচ্ছে।